10 MINUTE SCHOOL

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

কম সময়ে পূর্ণ প্রস্তুতির নিশ্চয়তা

বইটিতে যা রয়েছে:

- নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা
- মূল্যবোধ ও সুশাসনের প্রাথমিক ধারণা বিবরণ
- মূল্যবোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও এদের ভূমিকা

এই ডাইজেস্ট বইটি

বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য

(পিএসসি প্রদত্ত সিলেবাসের আলোকে)

প্রিলিমিনারি প্রস্তুতিঃ নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

কপিরাইট এবং প্রকাশকঃ 10 Minute School

লেভেলঃ ২, বাড়ি, বি/১০৭, রোডঃ ৮, মহাখালী DOHS, ঢাকা ১২০৬

Email: support@10minuteschool.com
Website: www.10minuteschool.com

১ম অনলাইন প্রকাশঃ ২০২১

লেখক
10 Minute School

প্রচ্ছদ
রনি মন্ডল

অলংকরণ
মোঃ আলভী এহসান

বইটির পিডিএফ যেকোনো গ্রুপে শেয়ার করা কিংবা টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শুধুমাত্র 10 Minute School বইটি বিক্রয় করার অধিকার রাখে।

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

কপিরাইট আইন, ২০০০ লঙ্ঘনজনিত শাস্তি!

৮২। কপিরাইট বা অন্যান্য অধিকার লঙ্ঘনজনিত অপরাধ

অপরাধ	শাস্তি
যে ব্যক্তি বেআইনিভাবে এই বইটি কোনো ধরনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতরণ করবেন (যেমন Facebook, Twitter, Instagram ইত্যাদি) বা কোনো কর্মের কপিরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করবেন বা করিতে সহায়তা করবেন:	তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।
যে ব্যক্তি বেআইনিভাবে এই বইটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে বিতরণ করার চেষ্টা করবেন (যেমন YouTube, E-mail, WhatsApp, IMO, Viber, ইত্যাদি) বা কোনো কর্মের কপিরাইট ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করবেন বা করিতে সহায়তা করবেন:	তিনি অনূর্ধ্ব চার বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাস মেয়াদের কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৮৩। দ্বিতীয় বা পরবর্তী অপরাধের বর্ধিত শাস্তি

যে ব্যক্তি ৮২ ধারার অধীনে দন্ডিত হইয়া পুনরায় অনুরূপ কোনো অপরাধে দন্ডিত হইলে তিনি দ্বিতীয় এবং পরবর্তী প্রত্যেক অপরাধের জন্য **অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন ছয় মাসের কারাদন্ড এবং অনূর্ধ্ব তিন লক্ষ টাকা কিন্তু অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।**

কপিরাইট (সংশোধন) আইন, ২০০৫ দ্বারা ধারা "৮২" প্রতিস্থাপিত।
কপিরাইট (সংশোধন) আইন, ২০০৫ দ্বারা ধারা "৮৩" এর প্রথম শতাংশ প্রতিস্থাপিত।

CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION CAUTION

সূচিপত্র

বিষয়াবলী	পৃষ্ঠা নং
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	4 - 21

মূল্যবোধ

সমাজ জীবনে মানব আচরণ পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণের অন্যতম প্রধান মানদন্ড হচ্ছে মূল্যবোধ। যে সকল চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সংকল্প ও আদর্শ মানুষের সামগ্রিক আচার-আচরণ ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাদের সমষ্টিই হচ্ছে মূল্যবোধ। মূল্যবোধ হচ্ছে সেসব রীতি-নীতির সমষ্টি, যা সমাজ ব্যক্তির নিকট হতে লাভ করে এবং ব্যক্তি সমাজের নিকট হতে পেতে চায়। মূল্যবোধ দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণিত হয়। দীর্ঘদিনের আচার-আচরণ, বিশ্বাস, ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। মূল্যবোধ সুরক্ষা করার উদ্দেশ্যেই মূল্যবোধ শিক্ষার আয়োজন। এককথায় মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের আচার-আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড।
M. R. William বলেছেন— "মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার একটি প্রধান মানদন্ড" ; সমাজবিজ্ঞানী আর.টি. শেফারের মতে, "ভালো বা মন্দ, কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত এবং ঠিক বা বেঠিক সম্পর্কে সমাজে বিদ্যমান ধারণার নামই মূল্যবোধ"।

চিরন্তন বা সার্বজনীন মূল্যবোধ হচ্ছে— সত্য, ন্যায় ও সুন্দর।
সরকারী সিদ্ধান্ত প্রণয়নে যে মূল্যবোধটি গুরুত্বপূর্ন নয়— সৃজনশীলতা ।
মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে— সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা ।
ব্যক্তিগত মূল্যবোধ লালন করে— সামাজিক মূল্যবোধকে ।
সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে— আইনের শাসন, সাম্য ও নৈতিকতা ।
ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন ।

বড়দের সম্মান করা, দানশীলতা, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি হচ্ছে— সামাজিক মূল্যবোধ ।

শিশুর মূল্যবোধ শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হলো— পরিবার ।
ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে— মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে।
একজন জনপ্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হচ্ছে— জনকল্যাণ ।
মূল্যবোধ শিক্ষার নির্ধারকসমূহ হলো— সামাজিক রীতিনীতি, আইন, ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি।

মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণাটি — আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ।
সামাজিক মূল্যবোধের প্রধান উৎসমূহ হলো— প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, ধ্যান-ধারণা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি।
মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিকাশে সর্বাপেক্ষা বেশি প্রভাব বিস্তার করে— ধর্ম ।
মূল্যবোধের চালিকাশক্তি— সংস্কৃতি ।

মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে— ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রগতিশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ করে তোলা।
সভা-সমিতি, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে— মূল্যবোধ জাগ্রত হয়।

সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ ছাড়া মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।
মানুষের সামাজিক জীবন যাপন প্রণালীকে এক কথায় সংস্কৃতি বলা হয়।

নৈতিকতা

নৈতিকতা বলতে মানুষের রীতিনীতি বা আচার-ব্যবহারকেই বোঝায়। সমাজের বিবেকের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সমষ্টিই হচ্ছে নৈতিকতা। মূলত মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নৈতিকতা মানুষের চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

সুশাসনের সংজ্ঞা

সুশাসন হচ্ছে এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা শাসক ও শাসিতের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তোলে। সুশাসন একটি কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে,সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, নীতির গণতন্ত্রায়ন থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে, মতামত ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং থাকবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

UNDP- এর সংজ্ঞানুসারে, “একটি দেশের সার্বিক স্তরের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চার বা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো সুশাসন” ।

ম্যাককরনীর মতে, “সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সাথে সুশীল সমাজের, সরকারের সাথে শাসিত জনগণের, শাসকের সাথে শাসিতের সম্পর্ককে বুঝায়” ।

বিশ্বব্যাংকের মতে, “সুশাসন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়” ।

দুর্নীতি হচ্ছে— সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ।
সুশাসন নেই— যেখানে শিক্ষা নেই।
নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী গণমাধ্যমের অনুপস্থিতি সুশাসনের অন্তরায় ।
১৯৯৭ সালে ইউ.এন.ডি.পি. সুশাসনের মূলনীতি প্রকাশ করে। 'সুশাসন' শব্দটি সর্বপ্রথম ইউ.এন.ডি.পি. কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। সুশাসন প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংক ব্যবহার করে ।
'Johannesburg Plan of Implementation' সুশাসনের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে— টেকসই উন্নয়নকে ।
সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে— মত প্রকাশের স্বাধীনতা ।
সুশাসনের পথে অন্তরায়— স্বজনপ্রীতি ।
সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে— অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন ।
UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে ৯টি উপাদান উল্লেখ করেছে।
সুশাসনের মূল রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য— অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ।
সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য করতে হবে— ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ।
বিচার বিভাগের উপর অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ হলো— সুশাসনের একটি বড় সমস্যা।
সুশাসনের উপাদান নয় — নৈতিক শাসন ।
সুশাসনের যে নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে — স্বচ্ছতা ।
দেশের জনগনের সার্বিক কল্যাণ আনয়ন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিকল্প নেই— সুশাসন প্রতিষ্ঠার।
শ্রমের মর্যাদা শর্ত নয় — সুশাসনের ।
সুশাসনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য— সকল জটিলতা ও প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে সর্বাধিক জনকল্যাণ ।
সুশাসনের আর্থিক নীতি— রাষ্ট্রীয় অর্থ সর্বোচ্চ জনকল্যাণে ব্যয় ।
সুশাসনের মানদন্ড— জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি ।
বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অভিশাপ — দুর্নীতি ।
বিশ্বব্যাংক সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে — শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন শীর্ষক রিপোর্টে (১৯৯২)

মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক

মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার-আচরণ ও কর্মকান্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় মূল্যবোধ দ্বারা। অন্যদিকে, দেশের সার্বিক স্তরের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, এবং প্রশাসনিক কর্তৃত্বের চর্চার পদ্ধতিই হলো সুশাসন। মূল্যবোধ শিক্ষা সুশাসনের ভিতকে সুদৃঢ় করে। সুতরাং মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী
মূল্যবোধকে বলা হয় — সুশাসনের ভিত্তিভূমি ।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমাজে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও সংস্কারে ভূমিকা রাখে— মূল্যবোধ শিক্ষা ।
জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতাকে যেমন সুশাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয় তেমনি তাঁকে মূল্যবোধেরও আবশ্যকীয় উপাদান মনে করা হয়।
মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হচ্ছে— কর্তব্যবোধ ; সচেতনতা ও কর্তব্যবোধকে অন্যতম নাগরিক গুণ বলা হয়।
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা আসে— মূল্যবোধ, ন্যায়বোধ ও উচিত্যবোধ থেকে ।
আইনের শাসন শক্তিশালী করে— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ।
মূল্যবোধ শিক্ষা যে সত্ত্বার বিকাশ ঘটিয়ে সুশাসনের পথ প্রশস্ত করে— ব্যক্তি সত্ত্বা ।
সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজের প্রত্যাশিত পরিবর্তন, সংস্কারসাধন বা উন্নয়ন আনে— মূল্যবোধের শিক্ষা ।
মূল্যবোধের যথার্থ উপস্থিতি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়— সুশাসন ।
সরকার ও রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমুখীতা উভয়ই— মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপাদান ।
মূল্যবোধের শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা পরস্পরের— পরিপূরক ।
বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুর্নীতি দূরীকরণের অন্যতম উপায় — মূল্যবোধের শিক্ষার প্রসার।

মূল্যবোধের সাধারণ ধারণা ও উপাদানসমূহ

মূল্যবোধকে মূলত সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, আধুনিক মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। বর্তমান বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে সবচেয়ে বেশি অবদান আকাশ সংস্কৃতির।

অপসংস্কৃতির দ্বারা নষ্ট হয়—সামাজিক মূল্যবোধ ।
মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে— নৈতিক মূল্যবোধ ।
যার মাধ্যমে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়— গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ।
সমাজে মূল্যবোধের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রতকরণে।
প্রতিটি শিশু জন্মগ্রহণ করে— ব্যক্তিক মূল্যবোধ নিয়ে ।
আতিথেয়তা— সামাজিক মূল্যবোধ ।
মূল্যবোধ নির্ধারিত হয়— নৈতিকতার মাধ্যমে ।
আনুগত্য, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবোধ যে মূল্যবোধের অন্তর্গত— রাজনৈতিক মূল্যবোধ ।
বাংলাদশের সংবিধানে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে ধারণ করা হয়েছে— রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে।
বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে— আন্তর্জাতিক মূল্যবোধ।
নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষতাকে বলে— শুদ্ধাচার।
পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেকোন ধরণের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।

মূল্যবোধের ভিত্তি বা উপাদানগুলো হলো—

১. নীতি ও উচিত্যবোধ
২. সহমর্মিতা
৩. নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ
৪. সামাজিক ন্যায়বিচার
৫. শ্রমের মর্যাদা
৬. সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা
৭. শৃঙ্খলাবোধ
৮. আইনের শাসন
৯. সরকার রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা
১০. সহনশীলতা

সুশাসনের সাধারণ ধারণা ও উপাদানসমূহ

বিশ্ব ব্যাংকের ১৯৯৪ সালের 'Governance : The World Bank's Experience' রিপোর্ট অনুযায়ী সুশাসনের কার্যাবলি মূল্যায়নের বিষয় ৪টি। যথাঃ

১. সরকারি খাত ব্যবস্থাপনা
২. জবাবদিহিতা
৩. উন্নয়নের আইনী কাঠামো এবং
৪. স্বচ্ছতা ও তথ্য নিশ্চিতকরণ ।

IDA সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নামক ২টি ডাইমেনশন উল্লেখ করেন। রাজনৈতিক ডাইমেনশন হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা এবং অর্থনৈতিক ডাইমেনশন হলো জাতীয় সম্পদের দক্ষ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাংক,আইএমএফ সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাহায্য প্রদানের অন্যতম শর্ত হিসেবে আরোপ করে।

নৈতিকতা হচ্ছে একজন যোগ্য প্রশাসকের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ। একজন প্রশাসকের মৌলিক মূল্যবোধ হলো— জনকল্যাণ ।
'লাল ফিতার দৌরাত্মের' সমার্থক— গতানুগতিক আমলাতন্ত্রের ।
আইনের শাসনের প্রবৃত্তিগুলো হলো— শাসকের ন্যায়পরায়ণ আচরণ, নিপীড়নমুক্ত স্বাধীন পরিবেশ ও আইনের শাসনের উপযুক্ত পরিবেশ । দরিদ্র ও অসচেতন জনগণের মধ্যে দেখা যায়— সচেতনতার অভাব।
সুশাসনের অন্যতম অন্তরায়— রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব।
জনগণের অধিকার রক্ষার রক্ষাকবচ— আইনের শাসন ।
UNDP উল্লেখিত সুশাসন নিশ্চিতকরণের ৯টি উপাদান হলো-
১. সমঅংশীদারিত্ব
২. আইনের শাসন
৩. স্বচ্ছতা
৪. সংবেদনশীলতা
৫. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের পার্থক্য
৬. সমতা ও ন্যায্যতা
৭. কার্যকারিতা ও দক্ষতা
৮. জবাবদিহিতা এবং

৯. কৌশলগত লক্ষ্য

জাতিসংঘ সুশাসনের ৮টি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা করেছে। যথাঃ

১. মতামতের উপর নির্ভরশীল
২. অংশগ্রহণমূলক
৩. দায়বদ্ধতা
৪. কার্যকরী ও দক্ষ প্রশাসন
৫. আইনের শাসনের অনুসারী
৬. স্বচ্ছতা
৭. জবাবদিহিতা
৮. ন্যায় বিচার প্রবণ

সুশাসন ও বাংলাদেশ

নাগরিকদের কম সময়ে ও কম খরচে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার দেশের সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ডিজিটাল সেন্টার চালু করেছে। দুর্নীতি বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে সকল উপজেলায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে 'সততা সংঘ' গঠন করে শুদ্ধাচার চর্চার পেসার ঘটানো হচ্ছে। সরকারি ক্রয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণে e-GP (Electronic Government Procurement) পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের সরাসরি হটলাইন (নাম্বার- ১০৬) চালু করা হয়েছে। Utility Payment Platform (UPP) চালু করা হয়েছে সরকারি সেবা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে। সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে চালু করা হয়েছে iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System), যাতে সরকারি লেনদেন ও নগদ অবস্থার তাৎক্ষণিক চিত্র পাওয়া যাবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের সংবিধানে ন্যায়পাল বিধানের সংযোজন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দারিদ্রতা, দুর্নীতি ও জবাবদিহিতার অভাব বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় বাধা। ২০০৭ সালে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার একটি অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার গৃহীত অন্যতম পদক্ষেপসমূহ— স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, রাইট টু ইনফরমেশন এক্ট প্রণয়ন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল গঠন।

মূল্যবোধ এবং সুশাসনের গুরুত্ব

সমাজ জীবনে দীর্ঘদিন একসাথে বসবাসের মানবীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি সদস্যের নিজস্ব মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন পরিবেশে কিভাবে মিশবে তার অনেকটাই ব্যক্তির সমাজ থেকে অর্জিত আদর্শ ও মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে।

মূল্যবোধ শিক্ষার নির্ধারকগুলো হলো— সামাজিক রীতি, আইন, ঐতিহ্য, ইতিহাস, প্রথা, বিশ্বাস ইত্যাদি।
মূল্যবোধের শিক্ষা মার্জিত করে — ব্যক্তির আচরণকে ।
ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষেত্রে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে— মূল্যবোধ ।
মূল্যবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করে।
মূল্যবোধ হলো— সমাজের চলিকা শক্তি ।
সমাজের স্বকীয় রীতিনীতি ও আদর্শের প্রতি ব্যক্তিকে সদা জাগ্রত ও সচেতন রাখে— মূল্যবোধ শিক্ষা ।
'আমরা যে সমাজেই বসবাস করি না কেন, আমরা সকলেই ভালো নাগরিক হওয়ার প্রত্যাশা করি' । এটি— রাজনৈতিক ও সামাজিক অনুশাসন।
মূল্যবোধ শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি লাভ করে — সহনশীলতার শিক্ষা ।
অন্যায়, অবিচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ইত্যাদি আশ্রয়-প্রদানের বিরোধিতা করার শিক্ষা দেয় — মূল্যবোধ শিক্ষা ।
দুর্নীতি ও অবক্ষয়ের প্রকপ বেড়ে যায়— মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে ।
সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের স্বকীয় জীবনাদর্শের মূল আদর্শিক দিকটিই গড়ে দেয়— মূল্যবোধ শিক্ষা ।
ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও নৈতিকতা-অনৈতিকতার পরীক্ষা করে — মূল্যবোধ ।
সরকারি চাকরিতে সততার মাপকাঠি হলো— নির্মোহ ও নিরপেক্ষভাবে অর্পিত দায়িত্ব যথাবিধি সম্পন্ন করা।
সরকার ও জনগণের মধ্যে আয়নার মতো কাজ করে — মিডিয়া ।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millenium Development Goals) অর্জনে সুশাসনের মূল্যবোধের দিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে ।
"সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদগুলোর টেকসই উন্নয়ন ঘটে" — বিশ্বব্যাংক ।
রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে— সুশাসন ।
জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের ঘনিষ্ট প্রত্যয় হলো— সুশাসন ।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে— বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ।
সুষম সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিয়ামকের কাজ করে — সুশাসন।
রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশের জন্য আবশ্যক— সুশাসন ।
জাতিসংঘ মানবাধিকারকে সুশাসনের অন্তর্ভূক্ত করেছে ।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ এবং সুশাসনের প্রভাব

একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নই জাতীয় উন্নয়ন।ব্যক্তির কাজে-কর্মে সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটবে সেটাই সমাজের প্রত্যাশা। মিশেল ক্যামডেসাসের মতে, "রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক" । সামাজিক মূল্যবোধ ও জাতীয় উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত । যে জাতির মূল্যবোধ যত উন্নত সে জাতি তত বেশী উন্নত।

মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়— জাতীয় উন্নয়ন।
মূল্যবোধ শিক্ষা নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করে নাগরিকদের জাতীয় উন্নয়নে আগ্রহী করে তোলে।
জাতীয় ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সাংবিধানিক অধিকার, সামাজিক উন্নতি ইত্যাদি সম্পর্কে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলে— মূল্যবোধ শিক্ষা ।
নাগরিকদের মাঝে সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্র ও মানবকল্যাণমূলক চেতনা বোধ জাগ্রত করে — মূল্যবোধ শিক্ষা ।
মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাবে বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ছোটদের প্রতি স্নেহবোধ জন্মায় ।
ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের সংঘাত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কলহ, বিষাদ ইত্যাদি প্রশমিত করে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— মূল্যবোধ শিক্ষা ।
মূল্যবোধের উৎকৃষ্ট অনুশীলনের ফলাফল— বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হওয়া । জীবনের সকল ক্ষেত্রে রুক্ষ আচরণের পরিবর্তে কোমল আচরণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়— মূল্যবোধ শিক্ষা ।

সুশাসন প্রশাসনিক দক্ষতা,জবাবদিহিতা ও সমতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের ভিতকে মজবুত করে। সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন পরস্পরের সম্পূরক। সুশাসন কাঠামোর উন্নয়নের উপর একটি দেশের উন্নয়ন নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা সুশাসনকে জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করে।

সুশাসনের প্রভাবে আকৃষ্ট হয়— বিদেশী বিনিয়োগ ।
সুশাসনের প্রভাবে একটি দেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তি, জনগণের ক্ষমতায়ন ও রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়।
প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত করে জাতীয় উন্নয়নের ভিতকে মজবুত করে — সুশাসন।
গণতন্ত্র আইনের শাসনে বিশ্বাসী কেননা— আইনের শাসনে সবার সমধিকার নিশ্চিত হয় ।
সুশাসন ও মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান হচ্ছে— আইনের শাসন ।
অবিচার, কুশাসন, দুর্নীতি এগুলো বাংলাদেশের— জাতীয় সমস্যা ।
জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবহার সুনিশ্চিত করে — সুশাসন ।
সকলের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে— সুশাসন।
সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার কারণ— স্বচ্ছতার অভাব ।
সুশাসনের প্রভাবে শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা সম্ভব হয়— সামাজিক মূল্যবোধের ।
টেকশই উন্নয়নের অপিরিহার্য অঙ্গ হলো— সুশাসন ।
দলীয়করণ জনপ্রশাসনকে করে দেয়— মেধাশূণ্য ।
বিশবব্যাংকসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাতীয় উন্নয়েন সহায়তা প্রদানে অনীহা প্রকাশ করে — সুশাসনের অঙ্গীকার না থাকলে ।
বৈদেশিক সাহায্য-সহযোগিতার ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করে — সুশাসন ।
সুশাসনের প্রভাবে নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদের উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি নিশ্চিত হয় ।

মূল্যবোধের উপকারিতা ও অভাবজনিত ক্ষতি

ব্যক্তির মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে ব্যক্তি তার চিন্তা ভাবনা এবং কাজ-কর্মে আদর্শিক দিক নির্দেশনার পথ হারিয়ে ফেলে। আদর্শ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে সমাজে অস্থিরতা দেখা দেয়। মূল্যবোধ শিক্ষা মানুষকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রক্ষাকবচ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে — মূল্যবোধ শিক্ষা ।
মূল্যবোধের শিক্ষা মানুষকে দেয় — শৃঙ্খলাবোধের শিক্ষা ।
মানুষ সৃজনশীলতা ও সহমর্মিতার শিক্ষা লাভ করে — মূল্যবোধের শিক্ষা হতে ।
মূল্যবোধের উপস্থিতি সরকার ও রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমুখী করে।
যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা হলো— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবজনিত ফল ।
মূল্যবোধের অভাবে দেশে দুর্নীতি ও অনিয়মের প্রকোপ বেড়ে যায়।
মূল্যবোধহীন মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করা হয়।
খাদ্যে ভেজাল দেয়ার মতো অপরাধ ঘটে — মূল্যবোধ শিক্ষার অভাবে ।
মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজের মৌলিক কাঠামো ভেঙে পড়ে ।
মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতির মার্জিত রূপকে বলে — সংস্কৃতি ।
সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার পরিপন্থি হলো— অপসংস্কৃতি ।
ব্যক্তির নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার অভাবে দেখা দেয়— নৈতিক অবক্ষয় ।
বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে— মূল্যবোধ শিক্ষার অভাব ও অবক্ষয়ে ।
সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও অন্য ধর্ম প্রচারে বাধা দেয় না— ধর্মীয় মূল্যবোধ ।

সুশাসনের উপকারিতা ও অভাবজনিত ক্ষতি

সমাজে সুশাসনের প্রতিষ্ঠা সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনকে ত্বরান্বিত করে। সুশাসনের অভাব অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে। অধ্যাপক স্যালমন্ডের মতে, "ন্যায় সংরক্ষণের তাগিদে রাষ্ট্র যেসব নীতি স্বীকার করে এবং প্রয়োগ করে তাই আইন" । অস্টিনের মতে, " আইন হলো সার্বভৌমের আদেশ" ।

সুশাসনের সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে— জাতীয় উন্নয়ন।
মানুষের অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে— সুশাসন ।
প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত হলো আইনের শাসন ।
সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইন-শৃঙ্খলার স্থিতিশীলতা জরুরি ।
সুশাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো— জনকল্যাণ সাধন ।
সুশাসন আইনের যথার্থ প্রয়োগ নিশ্চিত করে গড়ে তোলে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ ।
শাসক ও শাসিত জনগণের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে সমাজ ও রাষ্ট্রে আন্দোলন ও বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে ।
সুশাসনের অভাবে মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিকাশ ব্যাহত হয় ।
প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের অনিবার্য ফল হচ্ছে— দুর্নীতি ।
সুশাসন না থাকলে প্রশাসনে দেখা দেয়— বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ।
সুশাসন ছাড়া সম্ভব হয় না— গণতন্ত্রের সফল বাস্তবায়ন ।
জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাবে আমলাগণ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেন। ফলে যা সৃষ্টি হয় তাকে অপশাসন বা Bad Governance বলে ।
শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি, আচার-আচরণের মার্জিত রূপের বিকৃত বিকাশ ঘটলে তাকে অপসংস্কৃতি বলে ।
রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির মূখ্য কারণ— অবনমিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি ।
সুশাসনের অভাবে — মুক্ত অর্থনীতির গতিধারা রূদ্ধ হয় ।
দুর্নীতি সমাজ ব্যবস্থার একটি মারাত্মক ব্যাধি ।

মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপাদানসমূহ সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উপায়

মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসন একটি জাতির উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। সমাজে নিয়মানুগতা, সমতা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই।

নীতি ও উচিত্যবোধ হলো মূল্যবোধের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। মূল্যবোধের প্রধানতম উৎস হলো মানুষের বিবেকবোধ সমাজে মূল্যবোধের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিতে হবে মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রতকরণে। লোভ লালসা ত্যাগ, পরোপকারের ব্রতগ্রহণ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শণ ও অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিহারের মাধ্যমে সমাজে মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। পরিকল্পিত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেকোন ধরণের মূল্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব। নীতি ও উচিত্যবোধ বলতে সমাজে কোন ব্যক্তির ক্ষতি না করা, কারও মনে কষ্ট না দেয়া, কটুক্তি না করা প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। সুশাসনের অংশগ্রহণ নীতি সংঘটনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে। সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে— ধর্মীয় দর্শন ।

সমাজে সুশাসনের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা সরকারের দায়িত্ব। সমাজে সুশাসনের উপাদানসমূহ প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের পাশাপাশি নাগরিকেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের করণীয় নিম্নরূপঃ

১. সুশাসনের প্রতি প্রবল আগ্রহ থাকা ।
২. জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা ।
৩. নিয়মিত কর প্রদান করা ।
৪. সামাজিক দায়িত্বপালন ।
৫. জাতীয় ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ।
৬. সংবিধান মেনে চলা

৭. রাষ্ট্রের উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ করা ।
৮. সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা ।
৯. ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ।
১০. রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করা ।
১১. গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন করা ।
১২. রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করা ।
১৩. রাষ্ট্রের সেবা করা ।
১৪. আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করা ।
১৫. নীতিনৈতিকতা ও আদর্শের চর্চা করা ও ইত্যাদি

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারের করণীয় নিম্নরূপঃ

১. সংবিধানের মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ করা ।
২. জবাবদিহিতা বা দায়বদ্ধতার নীতি প্রতিষ্ঠা করা ।
৩. দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা ।
৪. মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ।
৫. স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা ।
৬. জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা ।
৭. দক্ষ,কার্যকর ও স্বচ্ছ জনপ্রশাসন গড়ে তোলা ।
৮. বিতর্কিত বিষয়ের দ্রুত সমাধান করা ।
৯. সরকারী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জনমত নিশ্চিত করা ।
১০. রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও সরকারের নীতি প্রণয়নে জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ।
১১. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা ।
১২. গতিশীল ও কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা করা ।
১৩. কার্যকর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
১৪. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা দান করা ।
১৫. বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি মেনে নেয়া ও ইত্যাদি ।

নৈতিকতা

নৈতিকতা মানুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং সৎ,সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। জি. ই. ম্যুর বলেছেন, " 'শুভ'র প্রতি অনুরাগ ও 'অশুভ'র প্রতি বিরাগই হচ্ছে নৈতিকতা" । নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান হচ্ছে সততা ও নিষ্ঠা।

নৈতিক আচরণবিধি বলতে বুঝায়—

☆ মৌলিক মূল্যবোধ সংক্রান্ত সাধারণ বচন যা সংগঠনের পেশাগত ভূমিকাকে সংজ্ঞায়িত করে

☆ বাস্তবতার নিরিখে নির্দিষ্ট আচরণের মানদন্ড নির্ধারণ সংক্রান্ত আচরণবিধি

☆দৈনন্দিন কার্যকলাপ ত্বরান্বিত করণে প্রণীত নৈতিক নিয়ম,মানদন্ড বা আচরণবিধি

"নীতিভ্রষ্ট বা নীতিহীন শাসক হলেন অন্যতম পাপী"— করমচাঁদ গান্ধী ।
গোল্ডেন মিন বা সূবর্ণ মধ্যক হলো — দুটি চরম পন্থার মধ্যবর্তী অবস্থা ।
নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়— সমাজে বসবাসরত মানুষের আচরণের আলোচনা ও মূল্যায়ন ।
মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ।
নীতিবিদ্যা মানুষের আচরণের মূল্যায়ন করে— নৈতিক আদর্শ দ্বারা ।
'প্রিন্সিপিয়া এথিকা' গ্রন্থের রচয়িতা— জি.ই.ম্যুর ।
নীতিবিদ্যা মানুষের উত্তম চরিত্র গঠনে সাহায্য করে ।
নীতিবিদ্যার আদর্শিক ভিত্তি হলো— সমাজ ।

নৈতিক বিচারের কর্তা হচ্ছে— মানুষ ।
আইনের সাফল্য নির্ভর করে— নীতিবোধের উপর ।
বাংলাদেশে 'নব-নৈতিকতা'র প্রবর্তক হলেন— আরজ আলী মাতুব্বর ।
সমাজভেদে নৈতিকতার ধারণা পরিবর্তনশীল।
নৈতিক শিক্ষার সূচনা হয়— পরিবারে।
শাস্তির বিধান নেই— নৈতিকতা লঙ্ঘন করলে।
Social Capital হচ্ছে— Trust, Norms, Networks.
'Law does not and cannot cover all grounds of morality'— ম্যাকাইভার ।
নৈতিকতা কাজ করে আইনের ভিত্তি হিসেবে।
ভাল-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা হলো— নৈতিকতা ।
আইন না হলেও আইনের মত মান্য করা হয়— নৈতিকতাকে ।
"নৈতিকতাবিরোধী আইনের বিরোধিতা করার অধিকার নাগরিকের রয়েছে"— লাস্কি ।
নৈতিকতার পরিধি আইনের চাইতে বড় ।
আইন ও নৈতিকতার পার্থক্য অনুপস্থিত— প্রাচীনকালে ।
অবাধ স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর।
"জনগণ যদি ন্যায়বান হয় তাহলে আইন অনাবশ্যক আর শাসক যদি দুর্নীতিপরায়ণ হয় তাহলে আইন নিরর্থক"— প্লেটো ।
শুদ্ধাচার শব্দের অর্থ— চরিত্রনিষ্ঠা ।